22.4.3. সার্ত্রের দর্শনে শূন্যতা :

সার্ত্রের দর্শনে শূন্যতা (nothingness) এবং সত্তার সঙ্গে শূন্যতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণভাবে আমরা মনে করি অসত্তা (non-being) বা অনস্তিত্ব (non-existence) হল কেবল শূন্যতা বা নেতিবাচক প্রত্যয় যা কোনো নেতিবাচক বাক্যে প্রকাশ করা যায়। অপর দিকে কোনো সদর্থক বাক্যের মাধ্যমে আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তার কোনো গুণ বা ধর্ম বা সম্বন্ধকে বোঝাই। যেমন, 'গোলাপটি লাল"—এই বাক্যে একটি বস্তুকে, গোলাপকে বোঝানো হয়েছে, যাকে আমরা কোনো গুণের সঙ্গে, লালত্বের সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে প্রত্যক্ষ করতে পারি। অপর দিকে 'গোলাপটি লাল নয়'—এই নেতিবাচক বাক্যে গোলাপকেও বোঝায় না এবং এর সঙ্গে লালত্বের সম্বন্ধকেও বোঝায় না। এই বাক্যে গোলাপ ও লালত্বের মধ্যে সম্বন্ধকে কেবল অস্বীকার করা হয়।

সার্ত্রে এই মত অস্বীকার করে বলেন, শূন্যতা সম্পর্কে আমাদের একপ্রকার স্বজ্ঞাজাত বোধ বা নেতিবাচক কোনো বাক্যের পূর্ববর্তী হিসাবে থাকে। ধরা যাক, আমি কোনো বিশেষ স্থানে, কফি হাউসে আমার এক বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব প্রত্যাশা করছি এবং সে না-আসায় বলছি : 'পিটার এখানে নেই'। এই নেতিবাচক বাক্যটিতে যে-অর্থ প্রকাশিত হয়েছে তা অপর একটি নেতিবাচক বাক্য 'কেন্টর বেরির আর্ক বিশপ এখানে নেই'—এই বাক্য থেকে পৃথক। প্রথম বাক্যটিতে আমার একটা প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। তাই বন্ধুর অনুপস্থিতি এই স্থানে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যা দ্বিতীয় বাক্যটি করেনি। কেনন দ্বিতীয় বাক্যটি খেয়ালমাফিক উচ্চারিত বাক্য যাতে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বাক্যে প্রকাশিত বন্ধুর অনুপস্থিতির অনুভূতি নেতিবাচক বাক্যের প্রাক্কালিক উৎস, আদি কারন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক দার্শনিকদের 'অভাব' তত্ত্বের সঙ্গে সার্ত্রের শূন্যতার ধারণার তুলনা করা চলে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সার্ত্রে 'শূন্যতা' বা 'অসত্তা'-র ব্যাখ্যায় তিনি নিঃশর্ত অনস্তিত্বের কথা বোঝাতে চাননি। এখানেই ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে তার পার্থক্য। বৌদ্ধ শূন্যবাদীরা বাহ্যজগৎ ও মনোজগৎ সব কিছুকেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সার্ত্রে তাঁর শূন্যতার ধারণাকে চেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়, "Man is the being by whom nothingness comes into the world"[৫]। এই বাক্যে সার্ত্রে বলতে চেয়েছেন, মানুষ নিজে একই সঙ্গে সত্তা ও শূন্যতা, সত্তা ও শূন্যতা অঙ্গাগিভাবে সম্পর্কিত। সার্ত্রে Being and Nothingness-এর বিভিন্ন জায়গায় যা বলেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শূন্যতা বলতে তিনি এক ধরনের সামর্থ বা শক্তিকে বোঝেন যা সত্তায় অন্তর্নিহিত।

Scanned with CamScanner

শূন্যতা (Nothingness)

শূন্যতার ধারণাটি সার্ত্রের দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। এই শব্দটি দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথম অর্থে শূন্যতা মানুষ ও জগতের মধ্যে একপ্রকার বিচ্ছেদকে সূচিত করে, অর্থাৎ মানবচৈতন্য এবং যে বস্তুগুলি সম্পর্কে সে সচেতন— এই দুইয়ের মধ্যকার শূন্যস্থানকে বোঝায়। দ্বিতীয় অর্থে শূন্যতা বলতে পার্থিব বস্তুগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বা নিষ্ফলতার উপলব্ধিকে বোঝায়। মানুষ একটি চেতনসত্তা (সার্ত্র এর নাম দিয়েছেন Being-for-itself বা স্বনিমিত্ত সত্তা), যা অচেতন বস্তুগুলি (Being-in-themselves বা স্বরূপ সত্তা) থেকে পৃথক। প্রথম অর্থে শূন্যতা চেতনসত্তার বাইরে অবস্থিত থেকে জগতের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব গঠন করে। দ্বিতীয় অর্থে শূন্যতাকে স্বনিমিত্ত সত্তার অন্তর্বর্তী বলে মনে করা হয়। এই অর্থে মানবিক শূন্যতাবোধ মানুষের স্বভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যদিও আপাতদৃষ্টিতে কথাটি হেঁয়ালি বলে মনে হয়। বাহ্য এবং আন্তর উভয়দিক থেকেই একজন চেতনসত্তা এই শূন্যতার দ্বারা তার নিজের সঙ্গে অচেতন বস্তু বা স্বস্থিত সত্তার (Being-in-themselves) পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে।

হাইডেগারের দর্শনে আমরা দেখেছি, যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা মানুষের সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর পার্থক্য সূচিত হয় তা হল—যে জগতে সে বাস করে সেই জগত এবং তার পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞাততা এবং অন্যান্য বস্তু থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিচার করার ক্ষমতা। মানুষের এই সচেতনতাকে একটি শূন্যস্থান বলে চিহ্নিত করা যায়, কারণ এই শূন্যতাবোধের দ্বারাই স্বস্থিত সত্তা (Being-in-itself) বা জড় বস্তু থেকে তার পার্থক্য নির্ধারিত হয়। এইদিক থেকে শূন্যতাকে দেশের (space) সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা চেতনসত্তার বাইরে অবস্থিত জগতের সঙ্গে তার ব্যবধান রচনা করে। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে শূন্যতাকে স্বনিমিত্ত সত্তা (Being-for-itself) বা মানুষের অন্তর্নিহিত শূন্যতা বলে কল্পনা করা হয়। এই শূন্যতা তার অন্তরেই বিরাজমান এবং ব্যক্তিমানব তার কার্যকলাপ, চিন্তা এবং প্রত্যক্ষের সাহায্যে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। স্বয়ংস্থিত এই শূন্যতার অধিকারী হবার ফলে স্বনিমিত্ত

Scanned with CamScanner

সত্তা (Being-for-itself) বা সচেতন মানুষ জগতের বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং নিজ কার্য সম্পাদন করে, যেহেতু এইভাবেই পূর্বকল্পিত ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্বাচন করতে সে সক্ষম হয়। অন্তরস্থিত প্রচ্ছন্ন কার্যক্ষমতার দ্বারাই তার স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা যায়। হাইডেগারের মতো সার্ত্রও মানুষকে এমন একটি সত্তা হিসাবে দেখিয়েছেন, যার প্রচ্ছন্ন কার্যক্ষমতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এখনও বিলম্ব আছে কিন্তু স্ব-স্থিত সত্তা (Being-in-itself) যা কঠিন জড়বস্তু সর্বদাই পূর্ণ এবং বাস্তব। বর্তমান অবস্থার দ্বারাই এর ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়ে গেছে। যেমন—একটি কালির পাত্র বা একটি বল—তা যেমনভাবে নির্মিত হয়েছে তা ঠিক তেমনই—তার বেশিও নয়, কমও নয়। একমাত্র মানুষেরই কোনো স্বরূপসত্তা (essence) নেই, কারণ তার অস্তিত্ব স্বরূপের পূর্ববর্তী। তাই তার ভবিষ্যত বর্তমানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায় না। একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারাই সে নিজের অন্তরের শূন্যতাকে পূরণ করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এই সংশ্লেষমূলক (paradoxical) অর্থে মানবপ্রকৃতির শূন্যতাই তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাহ্য এবং অন্তর—উভয়দিক থেকেই মানবসত্তা শূন্যতার মধ্য দিয়ে তার নিজের সঙ্গে জগতের পার্থক্যের ব্যাপারে সদা সচেতন (তা যত অব্যবহারিক অর্থেই হোক না কেন) এবং সে দ্রষ্টা হিসেবে নিজেকে গণ্য করে। তার প্রাথমিক প্রত্যক্ষের বিষয় বহির্জগতের বিষয়বস্তু বা নিজের প্রকৃতির কোনো বিশেষ দিক—যাই হোক না কেন, তার একপ্রকার দ্বিতীয় স্তরের সচেতনতাও থাকে (Second-order awareness) অর্থাৎ এই সচেতনতা সম্পর্কে সে নিজেও অবহিত। সার্ত্রের মতে এটি সচেতনতার আবশ্যিক এবং লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রাক্‌মনন স্তরের চিন্তার (pre-reflective cogito) প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এই বিষয়ে দেকার্তের মতের (দেহের বিপরীতরূপে মনের সম্পর্কে আমরা অপরোক্ষ এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করি) সঙ্গে (সঠিকভাবেই হোক বা ভ্রান্তভাবেই হোক) তাঁর মতবাদের অনুষঙ্গ স্থাপন করেছেন।

শূন্যতার অপর একটি দিক আছে; সেখানে সার্ত্রের সঙ্গে হাইডেগারের পার্থক্য লক্ষণীয়। যদিও হাইডেগারের ধারণার সঙ্গে সার্ত্রের শূন্যতার ধারণার অভিন্নতা প্রদর্শন করার একটা প্রবণতা থেকেই যায়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাইডেগার 'শূন্যতা' (Nothingness) এবং 'অভাবের' (Negation) মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করতে নারাজ। অপরদিকে সার্ত্র প্রকৃতই এই দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেছেন। বাস্তবিক অভাবের ধারণা 'সত্তা এবং শূন্যতা' (*Being and Nothingness*) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু। এটিকে প্রাথমিকভাবে মানুষের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রবণতা হিসাবে সূচিত করা হয়েছে এবং ফলত তার প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক—

Scanned with CamScanner

উভয় প্রকার উত্তর পাবার জন্যই সে প্রস্তুত থাকে। উপরন্তু সার্ত্র বলেন যে মানুষ অসত্তার অথবা 'এটা এইরকম নয়'—এই ধারণা দুভাবে লাভ করতে পারে। এক, জগত সম্পর্কে চিন্তা এবং তার শ্রেণী-বিভাগের ক্ষেত্রে সে এই ধারণার সম্মুখীন হয়। কারণ শেষপর্যন্ত এই ধারণা ব্যতিরেকে জাগতিক বস্তু এবং ঘটনাসমূহের সর্বাপেক্ষা মৌলিক শ্রেণী-বিভাজন (যেমন চিরসবুজ গাছ মৌসুমী নয়) করতে সে অসমর্থ হয়। কিন্তু সাধারণত জাগতিক বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষের সময়ে অসত্তার অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। তবে সার্ত্র অসত্তার অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন তাঁর 'সত্তা ও শূন্যতা' গ্রন্থে। আলোচনাক্রমে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে।

সার্ত্রের মতে অসত্তা বা শূন্যতা তিন প্রকার—প্রশ্ন (interrogation), ধ্বংস (destruction) ও যৌক্তিক নঞর্থক বচন (logically negative proposition)। প্রশ্ন ঃ আমরা প্রায়ই 'জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক?'—এ ধরনের দর্শন বিষয়ক অথবা 'Pierre (পিয়েরে) কি আছে?'—এ ধরনের সহজ প্রশ্ন করি। নঞর্থক অবধারণের উদাহরণ দিতে গিয়ে সার্ত্র একটি পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন—যেন আমি একটি রেস্তোরাঁতে গিয়ে পিয়েরে নামে এক বন্ধুকে দেখব আশা করছি। কিন্তু আমি শীঘ্রই প্রত্যক্ষের সাহায্যে আবিষ্কার করলাম, সেখানে সে নেই। সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁটি এবং তার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত মানুষ, চেয়ার, টেবিল, খাদ্যসামগ্রী, ঘরের দেয়াল, রেস্তোরাঁর মালিক সব মিলিয়ে একটি পটভূমি তৈরি হয়ে গেল যে পটভূমিতে আমি Pierre (পিয়েরে)-কে দেখব আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম সে এখানে অনুপস্থিত। এইভাবে Pierre-কে দেখার প্রত্যাশার ভিত্তিতে আমি তার উপস্থিতির অভাবকে প্রত্যক্ষ করলাম। তবে মনে রাখতে হবে যে, কোনো নঞর্থক অবধারণ শূন্যতা বা অসত্তার জন্ম দেয় না। সার্ত্র বলেছেন, 'I witness the successive disappearance of all the objects before my eyes, particularly the faces...which... the background.' একথা ঠিক যে, Pierre ছাড়া আরও অনেক লোক একটি বিশেষ মুহূর্তে এই রেস্তোরাঁতে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে পারলেও তাদের উপস্থিতির অভাবকে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু যাকে আমি দেখব বলে আশা করেছিলাম তার অনুপস্থিতিকে প্রত্যক্ষিত অনুপস্থিতি (perceived absence) বলা যায়। এটি শূন্যতার বাস্তব অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতে শূন্যতার প্রবেশাধিকার আছে। কাজেই শুধু নঞর্থক অবধারণের দ্বারা শূন্যতার জন্ম হয় না, বরং নঞর্থক অবধারণকে অসত্তার দ্বারা শর্তায়িত ও সমর্থিত হতে হয়। সার্ত্র বলেন, প্রশ্ন করার বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতা থাকার ফলেই—প্রশ্নের উদ্ভব হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি প্রশ্নের দুটি উপাদান আছে। এক, প্রশ্নকর্তা। দুই, যে বিষয়

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সব প্রশ্নই এক ধরনের প্রত্যাশা। প্রশ্নের উত্তর নঞর্থক হবার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে এবং তার দ্বারা জগতে এক নতুন অসত্তার জন্ম হয়। এমনকি প্রশ্নের উত্তর সদর্থক হলেও তা একটি উত্তরকে বাদ দিয়ে অন্য একটি বিশেষ উত্তরকে বোঝায়—কাজেই সেক্ষেত্রেও এক ধরনের অসত্তা থাকে। যেহেতু অসত্তা সবসময়ই মানসিক প্রত্যাশা থেকে জন্ম নেয়, সুতরাং অসত্তা সবসময়ই সম্ভাবনাময়।

ধ্বংস ˏ সার্ত্র ধ্বংসকে এক ধরনের শূন্যতা বলে মনে করেন এবং তাকেও মানবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। স্বতন্ত্রভাবে বা মৌলিকভাবে ধ্বংসের ধারণার কোনো অবধারণিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সার্ত্রের মতে ধ্বংস আবশ্যিকভাবে মানুষের সৃষ্টি, কারণ মানুষই একমাত্র জীব যে ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করে না—জগতের বিভিন্ন বস্তুসত্তার বণ্টনে রূপান্তর আনে মাত্র। কিন্তু এই রূপান্তরকে বা পূর্বে যে বস্তু ছিল তার অভাবকে জানার জন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রয়োজন। সার্ত্র বলেন, মৃত্যু ধ্বংস বলে বিবেচিত হবে তখনই, যখন এটি অভিজ্ঞতা-লব্ধ হবে। ধ্বংসের মাধ্যমেই অসত্তার জন্ম ; কিন্তু যেহেতু মানুষ ভিন্ন ধ্বংস সম্ভব নয়, তাই সার্ত্রের মতে ধ্বংস হল মানুষের সৃষ্ট অবভাসিক অসত্তা।

যৌক্তিক অবধারণ ঃ একটি নঞর্থক অবধারণ, আবশ্যিকভাবে কোনো কিছুকে অস্বীকার করে। যেমন 'ক নয় খ', 'গ নয় ঘ' ইত্যাদি। সার্ত্র বলেন, এ ধরনের একটি সাধারণ নঞর্থক অবধারণের জন্যও জগতে অসত্তার জন্ম হতে পারে। একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যে অসত্তা সৃষ্টি হতে পারে, সার্ত্র একটি উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়েছেন। মানবসত্তাকে এই শূন্যতা বিষয়ে সচেতন হতে হবে, কারণ শূন্যতাই মানবসত্তার কাঠামো। মানবিক স্বাধীনতা হল সেই উপাদান যা অতীতকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষকে গড়ে তোলে।

সার্ত্র বলেন, অসত্তা সত্তার বিপরীত নয়, এর বিরোধিতা। সুতরাং যৌক্তিকভাবে সত্তা অসত্তার পূর্বগামী, কারণ সত্তা না থাকলে তাকে বিরোধিতা করার প্রশ্ন আসে না। এই যৌক্তিক অগ্রগামিতা থেকে আরও বোঝা যায় যে, সত্তাই হল অসত্তার ভিত্তি। সার্ত্রের মতে সত্তার উপরেই অসত্তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। পিয়েরের অনুপস্থিতি সংঘটিত হতে পারত না, যদি সত্তা বা পটভূমি হিসাবে রেস্তোরাঁটি না থাকত। সার্ত্র তাঁর প্রথম উপন্যাস *Nausea*-তে এই অস্থিতির অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন Roquentin মাধ্যমে, 'অস্থিতির কল্পনা করতে হলে তোমাকে আগে থেকে এখানে, ঠিক জগতের মধ্যে অবস্থান করতে হবে, চোখ খোলা ও জীবিত অবস্থায়।'

কিন্তু সার্ত্রের মতে পূর্ণ সত্তা কখনই এই অস্থিতির কারণ হতে পারে না। কারণ,

অস্থিতিকে ধরে রাখতে গেলে তার আর পরিপূর্ণ সত্তা থাকবে না। একমাত্র চেতনার দ্বারা, অপূর্ণ সত্তার দ্বারা অর্থাৎ মানুষের দ্বারা এ জগতে বস্তুর মধ্যে অস্থিতি বা শূন্যতার জন্ম হয়। তাহলে শূন্যতা জন্ম নেয় জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জন্যই। যে কোনো কাজ, আচরণ বা ঘটনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ধ্বংস, নঞর্থক অবধারণ—সবকিছু এ জগতেই সংঘটিত হয় এবং যেহেতু মানুষের চেতনার দ্বারাই এগুলি সম্ভব হয়, মানুষই সবকিছুর উৎস।

মানবিক সত্তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই শূন্যতার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু Human Nature বলে কিছু নেই, সেহেতু মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি বিশেষ পন্থাকে অনিবার্য বলে মনে করে না। তার অনন্ত সম্ভাবনার ফলে সে যে কোনো suggestion-এর উত্তরে 'No' এই কথাটি উচ্চারণ করতে পারে। তার এই উত্তর শুধুমাত্র তার কর্তব্যকর্মের ব্যাপারে নয়, তার চিন্তা এমনকি সে জগতকে কিভাবে শ্রেণীবিভাগ করবে এবং কিভাবে প্রত্যক্ষ করবে, সে ব্যাপারেও তার স্বাধীনতা আছে। যখন মানুষ প্রথম উপলব্ধি করে যে, এই শূন্যতা তার নিজের মধ্যেই অবস্থিত (অর্থাৎ যে কোনো কাজ বা চিন্তা করার বা না করার স্বাধীনতা তার আছে), তখন সে বেদনা বা উদ্বেগ (anguish) অনুভব করে। উদ্বেগের অনুভূতি দিয়েই এই স্বাধীনতা নিজেকে প্রকাশ করে।

সার্ত্র উদ্বেগ ও ভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন। অন্যান্য অস্তিবাদীরাও অবশ্য এই পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভয় আসে বাইরের বস্তু থেকে যা আমার ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু উদ্বেগ আসে নিজের কাছ থেকে। এই উদ্বেগের অনুভূতির বিশ্লেষণের দ্বারাই মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে উদ্বেগের হাত থেকে পালাচ্ছে। সেজন্য উদ্বেগ থেকে পলায়নই উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতন হবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি। তাই উদ্বেগ লুকিয়ে রাখা বা অগ্রাহ্য করা যায় না। চেতনার যে নাশকতামূলক ক্ষমতা আছে, তাই উদ্বেগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। সার্ত্র এই মনোবৃত্তির নাম দিয়েছেন Bad Faith (Mauraise Foü)। বাংলায় একে আমরা মিথ্যা বা কৃত্রিম বিশ্বাস বলে অভিহিত করতে পারি। এই মিথ্যা বিশ্বাসকে (যা উদ্বেগ সম্পর্কে সজাগ অথচ উদ্বেগকে দূর করতে চায়) ফ্রয়েডের অবচেতন মনের ধারণা দিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। উদ্বেগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও মানুষ মিথ্যা বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে চায়, কারণ যে শূন্যতাবোধ থেকে উদ্বেগের জন্ম মানুষ তার থেকে মুক্তি চায়। সে তখন এমন ভান করে যে সে বস্তুত স্বাধীন নয়। সার্ত্রের মতে এই মিথ্যা বিশ্বাস অযথার্থ অস্তিত্বকে সূচিত করে।

শূন্যতার ধারণা সার্ত্রের দর্শনে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই শূন্যতা মানুষেরই অংশ। একদিকে চেতন মানুষ এই শূন্যতা থেকে মুক্তিলাভ করতে পা

না, অপরদিকে এই শূন্যতা মানুষকে অন্য কোনো পরিকল্পনার মধ্যে সম্পূর্ণভা নিবিষ্ট হতে দেয় না। এই শূন্যতাবোধ, স্বাধীনতা এবং তজ্জনিত উদ্বেগ তার যথ অস্তিত্বকে সূচিত করে। আর এই উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য মি বিশ্বাসের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে অধিকাংশ মানুষ তার জীবনে অযথার্থ অস্তিত্বকে বেছে নেয়।